চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

CHANDRADIP DEVELOPMENT SOCIETY -CDS

w e e n s u r e d e v e l o p m e n t f o r a l l

chandradip
development society

যৌন হয়রানি নিরসন এবং নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক নীতিমালা

চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
মুনির বাগ, নাজিরমহল্লা, হাসপাতাল রোড, বারশাল-৮২০০।
ফোন ঃ ০৪৩৪-৬৩৩৭৫, ইমেইল ঃ cdsbsl@gmail.com
Web: www.chandradipbd.com

কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদিত-৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং।

ভূমিকা:

চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি তৃনমূল পর্যায়ের একটি বেসরকারী উন্নয়নমূলক সংস্থা। বৃহত্তর বরিশাল জেলার অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষিনাঞ্চলের প্রাচীন জনপদ চন্দ্রদ্বীপ এর নাম অনুসরন করে চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ১৯৯৯ইং সালের ১লা জুলাই বাংলাদেশ সমাজসেবা মন্ত্রনালয়ের অধীনে বরিশাল জেলায় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পদার্পন করে। মূলতঃ পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও যৌন হয়রানি নিরসন এবং নির্যাতন প্রতিরোধ এর লক্ষ্যে রাবোব্যাংক ফাউন্ডেশন, দ্যা নেদারল্যান্ডস্ -এর আর্থিক অনুদানের প্রেক্ষাপটে ২০০০ইং সালের ৩১শে আগষ্ট বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০০৪ইং সালে বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন লাভের মাধ্যমে চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি দক্ষিনাঞ্চলের উন্নয়নের মাঠে সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সংস্থাটি পালাক্রমে বাংলাদেশ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও যুব মন্ত্রনালয়েরও নিবন্ধন লাভ করে। চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি জাতি গঠনে নারীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে।

সম্প্রতি যৌন হয়রানি সংক্রান্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮ মোকদ্দমায় প্রদত্ত ১৪.০৫.২০০৯ ইং তারিখের রায়ের নির্দেশনা মতে,"যেহেতু কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন নির্যাতন ও হয়রানির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অপর্যাপ্ততা রয়েছে, যেখানে আমাদের সংবিধানের অনেক অনুচ্ছেদে লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে এবং লিঙ্গ সমতার চরিত্রায়নে মহৎ অঙ্গীকারাবদ্ধ, কিন্তু প্রতিদিনই জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তা হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে, এই প্রেক্ষিতে কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করা হল যা কর্মক্ষেত্রে ও প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ ও পালন করা হবে, যতদিন না পর্যন্ত পর্যাপ্ত এবং যথাযথ আইন এই ক্ষেত্রে প্রণীত হচ্ছে"।

এ পলিসি কার্যকর করার ক্ষেত্রে মূল মন্ত্র হবে "শূন্য" মাত্রার সহনশীলতা ("Zero" Tolerance)

১) <u>পরিধি</u> ঃ

চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রধান কার্যালয় সহ জেলা ও উপজেলা শহরে অবস্থিত সকল শাখা অফিস সমূহে নিয়োজিত চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরামর্শক, উপদেষ্টা সহ এমন সকল ব্যক্তির উপর কার্যকর হবে।

২) <u>লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য</u> ঃ

চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি সুন্দর, সুষ্ঠু, হয়রানি মুক্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ কাজের পরিবেশ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- যৌন হয়রানি ও এর কুফল সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা।
- যৌন হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ- এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সংস্থায় যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ প্রতিরোধ ও নিবৃত্ত করার জন্য একটি কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা।

৩) নিয়োগদাতা ও কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ঃ

যেহেতু প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের একাধিক অনুচ্ছেদে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী মর্মে বলা হয়েছে, তাই নিয়োগদাতা এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানিমূলক অপরাধ প্রতিরোধ ও নিবৃত্ত করার জন্য একটি কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা এবং যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধ বিচারকার্যে সম্ভাব্য আইনের আশ্রয় লাভ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্বও তাদের উপর বর্তাবে।

২০.৭.১৮
জাহানারা বেগম স্বপ্না
সম্পাদক
চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

খাদিজা বেগম
সভাপতি
চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

৪) সংজ্ঞা ঃ

যৌন হয়রানি বলতে বুঝায় ঃ-

- যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমনঃ শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা।
- প্রশাসনিক, কর্তৃপক্ষীয় এবং পেশাগত ক্ষমতা অপব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা ।
- যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি ।
- যৌন সুযোগ লাভের জন্য অনাকাঙ্খিত দাবী বা আবেদন।
- পর্ণোগ্রাফী দেখানো ।
- যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গী।
- অশালীন ভঙ্গী, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা ।
- চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ছবি, নোটিশ, কার্টুন এর মাধ্যমে অপমান, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরী, শ্রেণীকক্ষ, দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কিছু লেখা।
- ব্লাকমেইলিং অথবা চরিত্র লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে স্থির চিত্র এবং ভিডিও ধারণ করা ।
- যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির উদ্দেশ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে অথবা প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকী দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা।
- ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণা/ছলনার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করা।

উপরেল্লিখিত আচরণ সমূহ অপমানজনক এবং কর্মস্থলে নারীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার প্রতি হুমকী হয়ে দাড়াঁতে পারে। এ আচরণ সমূহ বৈষম্যমূলক হিসেবে বিবেচিত হবে যখন একজন নারীর বিশ্বাস ক রার যৌক্তিকতা থাকে যে, তার প্রতি উল্লিখিত আচরণের প্রতিবাদ করলে এবং তার এই প্রতিবাদের কারণে কর্মক্ষেত্রে বা পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা বা বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলতে বুঝায় ঃ-

চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এর কর্তৃপক্ষ, যা প্রতিষ্ঠানের অসদাচরণ দমনে শৃঙ্খলা বিধি বলবৎ করার ক্ষেত্রে ক্ষমতা রাখে।

শৃঙ্খলা বিধি বলতে বুঝায় ঃ-

সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন বা অধ্যাদেশ বা অধ্যাদেশের আওতাভূক্ত সকল বিধি এবং এতদ্ সংক্রান্ত চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি কর্তৃক আরোপিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাবলী যা সংস্থার শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই নীতিতে "নারী" বলতে বুঝায় ঃ-

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০- এ বর্ণিত যে কোন বয়সের নারীকে বুঝাবে এবং অভিযোগকারী বলতে বোঝাবে যৌন হয়রানির শিকার কোন নারী কর্মি বা নারী সদস্য যিনি এই নীতিমালার আওতায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

৫) সচেতনতা এবং জনমত সৃষ্টি ঃ

- ক) সংস্থার সকল কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য, যৌন হয়রানি এবং নির্যাতন নিবৃত্ত এবং নিরোধের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে নিয়োগদাতা/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সচেতনতামূলক প্রকাশনা ও প্রচারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন। এ বিষয়ে সংস্থার কর্মক্ষেত্রে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের ওরিয়েন্টেশনের যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হবে যা অবশ্যই একজন নারী দ্বারা পরিচালিত হবে বা এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্তদের দলে একজন নারী থাকবেন।
- প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অবশ্যই উপযুক্ত কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
- সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ এবং সংবিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী নারীর অধিকার বিষয়ক বিধানাবলী সহজ ভাষায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করে সকলের সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে ।
- সংবিধান এবং সংবিধিবদ্ধ আইনে বর্নিত জেন্ডার সমতা এবং যৌন অপরাধ সমূহ সম্পর্কিত বিধানাবলী এবং এ সকল নির্দেশনাবলী পুস্তিকা আকারে প্রস্তুত ও প্রকাশ করতে হবে।

২০.৯.১৮
জাহানারা বেগম স্বপ্না
সম্পাদক
চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

খাদিজা বেগম
সভাপতি
চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

৬) প্রতিরোধমূলক ব্যাবস্থা ঃ

হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনায় জেন্ডার বৈষম্যের কথা উল্লেখ থাকলেও এ বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই। সংস্থার জেন্ডার পলিসিতে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয় বলা হয়েছে। এছাড়া সংস্থার নিয়োগদাতা, নিয়োজিত কর্মীগণ এবং কর্তৃপক্ষ যৌন হয়রানি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ক) এ নীতিমালার ৪ ধারায় উল্লিখিত যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা অবহিতকরণ, প্রকাশনা এবং প্রচার এর জন্য ব্যাপক ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) সংবিধান এবং সংবিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী জেন্ডার বৈষম্য এবং যৌন হয়রানি সংক্রান্ত যে সকল বিধান রয়েছে এবং যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের জন্য যে সকল অপরাধের উল্লেখ রয়েছে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

গ) সংস্থার পরিবেশ নারীর প্রতি যেন বৈরী না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সংস্থায় নিয়োজিত নারীকমী গণের মাঝে এ বিশ্বাস ও আস্থা গড়ে তুলতে হবে যে, তারা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় অসুবিধাজনক অবস্থায় নেই।

৭) শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা ঃ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতি হিসাবে অনুসৃত হবে ঃ-

- অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে অপরাধের শিকার ব্যক্তি নিজে অথবা তার কোন আত্মীয়, বন্ধু অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে, সরাসরি হাজির হয়ে, ডাকযোগে, এসএমএস এবং ইমেইলে করতে পারবেন।
- অভিযোগকারী প্রয়োজন বোধে পৃথকভাবে অভিযোগ কমিটির নারী সদস্যের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।
- চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রধান কার্যালয় সহ সকল কার্যালয়ে যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ বাক্স প্রকাশ্য স্থানে সংরক্ষিত থাকবে এবং অভিযোগকারী ব্যক্তি এই অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ রাখতে পারবেন । তবে শর্ত থাকে যে, এই অভিযোগ বাক্সটি অভিযোগ কমিটির যে কোন সদস্য/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উম্মুক্ত করে পরীক্ষা করতে হবে এবং যদি কোন অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে উক্ত দিবসে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে মর্মে গন্য করতে হবে।
- ৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত গঠিত অভিযোগ কমিটির কাছে বা অভিযোগ কমিটির যেকোন সদস্যের নিকট লিখিত বা মৌখিকভাবে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তবে মৌখিকভাবে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে যিনি তা গ্রহন করছেন তা লিখে অভিযোগ কমিটির সদস্য সচিব বরাবর পাঠাবেন।

৯) অভিযোগ কমিটি ঃ

- অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত পরিচালনা এবং সুপারিশ করার জন্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযোগ কমিটি গঠন করবে।
- কমপক্ষে ৩ সদস্য বিশিষ্ট অভিযোগ কমিটি গঠন করা হবে যার দুই জন সদস্য হবেন নারী। সম্ভব হলে কমিটির প্রধান হবেন নারী।
- অভিযোগ কমিটির নূন্যতম ২ জন সদস্য সংস্থার বাইরের অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে, যে সকল প্রতিষ্ঠান জেন্ডার এবং যৌন নির্যাতন বিষয়ে কাজ করে।
- অভিযোগ কমিটি সংস্থার নিকট এ নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করবে। এবং সংস্থা সরকারের নিকট প্রতিবেদন জমা দিবে।
- সংস্থার প্রধান ও স্থানীয় কার্যালয় সমূহের প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান স্থানে অভিযোগ কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম, ইমেইল ঠিকানা টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।

২০.৩.১৪
জাহানারা বেগম স্বপ্না
সম্পাদক
চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

খাদিজা বেগম
সভাপতি
চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

১০) অভিযোগ কমিটির কার্যপদ্ধতি ঃ

সাধারণভাবে ঘটনার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ পেশ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে অভিযোগ না করলে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অভিযোগ কমিটি-

- লঘু হয়রানির ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয়, অভিযোগ কমিটি সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে এবং এ বিষয়ে সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবে।
- অন্য সকল ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে।
- অভিযোগ কমিটি রেজিস্ট্রী ডাক, কুরিয়ার সার্ভিস অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে এবং সাক্ষীদের নোটিশ প্রেরণ, শুনানী গ্রহণ, তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ এবং সকল সংশ্লিষ্ট দলিল পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।
- এ ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে মৌখিক সাক্ষ্য প্রমান ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমানের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। এ অভিযোগ কমিটির অনুরোধক্রমে এর কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। অভিযোগ কমিটি অভিযোগকারী / অভিযোগকারীদের/স্বাক্ষীদের পরিচয় গোপন রাখবে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তদন্তে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের পরিচয় গোপন রাখবে। অভিযোগকারী / অভিযোগকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবে নীচ, অপমানজনক এবং হয়রানিমূলক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সাক্ষ্য গ্রহণ রুদ্ধকার কক্ষে করতে হবে।
- অভিযোগকারী যদি অভিযোগ তুলে নিতে চায় বা তদন্ত বন্ধের দাবী জানায় তাহলে এর কারণ তদন্ত করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।
- অভিযোগ কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে। প্রয়োজনে এ সময়সীমা ৩০ কার্য দিবস থেকে ৬০ কার্য দিবস পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।
- উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাহলে অভিযোগ কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে।
- অভিযোগ কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

১১) শাস্তি ঃ

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করবে এবং সংস্থার শৃঙ্খলা বিধি অনুসারে ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং/অথবা যদি উক্ত অভিযোগ দন্ডবিধি অথবা প্রচলিত অন্যান্য আইন অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে যথাযথ আদালত বা ট্রাইবুনালে পাঠিয়ে দেবে। এই নীতিমালা চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সকল স্তরে অনুসরণ এবং পর্যবেক্ষণ করা হবে যতদিন না পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে যথাযথ আইন প্রণয়ন না হয়।

২০.৩.১৪

জাহানারা বেগম স্বপ্না
সম্পাদক
চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি

খাদিজা বেগম
সভাপতি
চন্দ্রদ্বীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি